যুগান্তর

তারিখ 07 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, আমরা আরম্ভ করি— শেষ করি না। বাঙালি যেই কোন কর্ম শুরু করিয়া শেষ করিতে চাহে না। উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট। ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা লাভের পর ঘোষণা জন্মাইয়াছিল, তরতর করিয়া গড়িয়া উঠিবে ইন্সটিটিউট ভবন। সরকারের ঘোষণা, জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান কর্তৃক সেগুনবাগিচায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন— সকল কিছুই দ্রুততার সহিত হইয়াছিল। ক্ষমতার পালাবদলের পর জোট সরকার উহা নির্মাণে গড়িমসি করিতে থাকে। গত সাত বৎসর প্রকল্পটি অবহেলা আর রাজনৈতিক বিরোধীদের পরশ্রীকাতরতায় স্থবির হইয়া পড়ে। নইলে আন্তর্জাতিকভাবে জাতির মর্যাদা বাড়াইবে যেই প্রতিষ্ঠানটি, উহা গড়িয়া তুলিতে কেন এত পিছুটান? আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক উদ্বোধন, নকশা প্রণয়ন, অনুমোদন ও নির্মাণের উদ্যোগই কি উহার কারণ? এইরূপ বিরোধিতা কি আমাদের জাতিসত্তারই অবমাননা নহে? বিশ্বসমাজের নিকট এইভাবেই আমরা মর্যাদা হারাইতেছি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা তথা একুশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে আমাদের সকলেরই আহ্লাদিত হইবার কথা। জোট সরকারের গড়িমসি প্রকল্পটিকে অনিশ্চয়তায় ঠেলিয়া দিয়াছে। প্রতিষ্ঠানটি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে— এমনটি যাহারা প্রত্যাশা করেন, তাহাদের আশা সহসা পূরণ হইবে না। ইতিমধ্যে সাত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে সরকার ও প্রশাসনের ঔদাসীন্যে। প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঐ ভবন নির্মাণ এখন আর সম্ভব নহে। ইতিমধ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অনাগ্রহ প্রকাশ করিলে কর্তৃপক্ষ পুনরায় দরপত্র গ্রহণ করিয়াছে। এইবার মন্ত্রণালয় বরাদ্দ দিলে কাজটি আরম্ভ হইতে পারে। রাজনৈতিক সরকার নির্মাণ শুরু করিয়াও সম্পন্ন করিতে পারে নাই। এমতাবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত নির্মাণের উদ্যোগ লইতে পারে। সরকার বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট ভবন নির্মাণেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে পারে সরকার। এই ইন্সটিটিউট চালু হইলে বিশ্বসমাজ মহান একুশের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগ্রামের অবদান সম্পর্কে জানিতে পারিবে। কেবল রাষ্ট্রভাষা হিসাবে নহে, বাংলাকে সর্বস্তরে প্রচলনের সংগ্রামের কথাও বিশ্ববাসীকে জানাইতে হইবে। এই দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের। জোট সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে। এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্পটি আগাইয়া লইলে দেশবাসীর প্রশংসা পাইবে। দেশের শিক্ষিত-সচেতন মানুষের প্রত্যাশা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠায় সকল উদাসীনতার অবসান ঘটিবে অচিরেই।